প্রথম আলো

তারিখ ...07 SEP 2008 ...
পৃষ্ঠা - ১৯ কলাম - ৬

কলেজ অব ফিজিওথেরাপি প্রতিষ্ঠায় নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বলেছেন, ফিজিওথেরাপি শিক্ষার জন্য কলেজ অব ফিজিওথেরাপি প্রতিষ্ঠার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার স্থান বাছাই করা হবে। দরপত্র আহ্বানের পর কলেজ অব ফিজিওথেরাপি ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'ফিজিওথেরাপি শিক্ষা, বর্তমান অবস্থা সমস্যা ও উত্তরণের পথ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. আনোয়ার হোসেন মুন্সী (উন্নয়ন, চিকিৎসা ও শিক্ষা) এ কথা বলেন। এতে আলোচনায় আরও অংশ নেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমন্বয়ক ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরী, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা, শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. শিফায়েতউল্লাহ, বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান, ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সোহরাব হোসেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ফিজিওথেরাপি শিক্ষক মহিউদ্দিন মামুন, মো. ইব্রাহিম খলিল ও বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের (বাফসু) আহ্বায়ক রাসেল রানা। হেলথ রিপোর্টার্স ফোরাম, বাংলাদেশ আয়োজিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ফোরামের সভাপতি মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল।

বক্তারা বলেন, শারীরিক প্রতিবন্ধী, স্ট্রোক, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সড়ক দুর্ঘটনাসহ বিভিন্ন ঘটনায় আক্রান্তদের ফি[redacted] নেই। [redacted] লাখ মানুষের চিকিৎসায় আছেন একজন প্রশিক্ষিত ফিজিওথেরাপিস্ট। ফিজিওথেরাপি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হলেও দেশে ফিজিওথেরাপি শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কোনো কলেজ নেই।